سورة الغاشية

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৬ আয়াত ।L

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ

ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١ فِيْهَا عَيْنٌ

جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ

۝١٥ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَاِلَى

السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَاِلَى الْاَرْضِ

كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠ فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝٢٣ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤ اِنَّ

اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٢٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না। (৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব. (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা

থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরনা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে ? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে ? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে ? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফির হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে সব কিছুকে আচ্ছন্নকারী সে ঘটনার কিছু সংবাদ পৌঁছেছে কি ? (অর্থাৎ কিয়ামতের। তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বকে গ্রাস করবে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য, পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। অতঃপর জওয়াবের আকারে সংবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (অর্থাৎ তাতে খাদ্য হওয়ার এবং ক্ষুধা দূর করার যোগ্যতা নেই। ক্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হাশরে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করা, জাহান্নামে শিকল ও বেড়ী টানা এবং পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করা। ফুটন্ত ঝরনাকেই অন্য আয়াতে حميم বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাহান্নামে ফুটন্ত পানিরও ঝরনা হবে। যরী ব্যতীত খাদ্য হবে না। এর অর্থ সুস্বাদু খাদ্য হবে না। সুতরাং যাক্কুম, গিসলীন ইত্যাদি খাদ্য থাকা এর পরিপন্থী নয়। মুখমণ্ডল বলে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামী-দের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল এবং তাদের সৎ কর্মের কারণে প্রফুল্ল হবে। তারা সুউচ্চ জান্নাতে থাকবে। তথায় তারা কোন অসার কথা শুনবে না। তথায় প্রবাহিত ঝরনা থাকবে। জান্নাতে উচ্চ উচ্চ আসন বিছানো আছে এবং রক্ষিত পানপাত্র আছে। (অর্থাৎ এসব সাজ-সরঞ্জাম সামনেই উপস্থিত থাকবে, যাতে পাওয়ার ইচ্ছা হলে পেতে দেরী না হয়)। সারি সারি গালিচা আছে এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট আছে। (ফলে যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই আরাম করতে পারবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও হবে না। এসব বিষয়বস্তু শুনে যারা কিয়ামত অস্বীকার করে তারা ভুল করে। কেননা) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃজিত হয়েছে (এর আকৃতি ও স্বভাব অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় আশ্চর্যজনক) এবং আকাশের দিকে যে কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে কিভাবে

তা স্থাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? (অর্থাৎ এসব বস্তু দেখে আল্লাহ্‌র কুদরত বোঝে না কেন যাতে কিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতাও বুঝতে পারত। বিশেষভাবে এই চারটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা প্রায়ই প্রান্তরে চলাফেরা করত। তখন তাদের সামনে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূমি এবং চারদিকে পাহাড়-পর্বত থাকত। তাই এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। প্রমাণাদি দেখা সত্ত্বেও তারা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের চিন্তায় পড়বেন না। বরং) উপদেশ দিন। কেননা আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন---(যে, বেশী চিন্তা করতে হবে)। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফর করে, আল্লাহ্ তাকে পরকালে মহাশাস্তি দেবেন। কেননা, আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশও আমারই কাজ। (কাজেই আপনি অধিক চিন্তিত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ---কিয়ামতে মু'মিন ও কাফির আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ হেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহ্‌র সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে ঃ عَامِلَةٌ—نَاصِبَةٌ—বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عاملة এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় ناصبة- বলা বাহুল্য, কাফিরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফিরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফির দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খৃস্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) যখন

শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খৃস্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত উমর (রা) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ---আয়াত তিলাওয়াত করলেন।---(কুরতুবী)

نَارًا حَامِيَةً—حَامِيَةً শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ---অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে? এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা লালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম; ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কোরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কুম ও গিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মত কষ্টদায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কুম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেনঃ সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে---কোথাও যরী, কোথাও যাক্কুম এবং কোথাও গিসলীন।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ---জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী---একথা শুনে কোন কোন কাফির বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার

চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً---অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيمًا---অর্থাৎ তারা জান্নাতে কোন অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতিনীতি ঃ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ---اكواب শব্দটি كوب-এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। موضوعة অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু---যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে ---একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ---কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফিরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহ্র অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

জন্তুদের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের

জন্য আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহাবয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও দরিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ, একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই বৃক্ষের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতিপাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্মূল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা উটের পেটে একটি রিজার্ভ টাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান করে এক টাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যয় করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিশ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা এই জীবকে সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকারশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহ্র কুদরতের সবক দেয় এমন আরও বহু বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূরার উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ---অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।
